সংবাদ
১৫ মার্চ ২০০২

মিলনের গল্প

ময়ের গল্প

লোকের গল্প শুনছে সে। ফলে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে তার।

লীলা বলল, আমি হিন্দু না মুসলমান, আজি জানি না। কত বয়স হবে আমার তখন, পাঁচ/ছ'। কী করে কী হলো আমি জানি না। শুধু মনে আছে জমিদার বাড়ির মতো বিশাল একটা বাড়ি ছিল আমাদের। কোথায় ছিল, কোন্ গ্রামে, জানি সেই বাড়িতে কিছু লোক ছিল, তারা নিশ্চয় কেউ

র মা-বাবা। আর ছিল আমার বয়সী একটি । আমার কেবল সেই ছেলেটির কথা মনে । রাতদিন প্রতিটি মুহূর্ত আমরা একসঙ্গে াম। এক সঙ্গে খেতাম, ঘুমোতাম, খেলতাম, করতাম। সে হাসলে আমি হাসতাম, সে ল কাঁদতাম; কিন্তু তার মুখটি আমার পড়ে না। সেই বাড়ির কোনও মানুষের আমার মনে পড়ে না। এক রাতে কি শা উঠেছে, চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে , আমরা দু'জন ছিলাম ঘুমিয়ে। হঠাৎ াড়িতে অজস্র লোকের কোলাহল, গুলির তছনছ হচ্ছে ঘরের আসবাব। কে য় ছুটে গেছে কে জানে। কারও কথা তখন মনে পড়েনি। আমি কেবল সেই টকে খুঁজি। দিশেহারার মতো ওই অত জনের ফাঁক ফোকর দিয়ে বাড়ি থেকে য় যাই। চাঁদের আলো দেখে আমার মনে রাত শেষ হয়ে গেছে, এখন আসলে ; কিন্তু আমার সঙ্গী কই? চাঁদের আলোয় যাওয়া নিঃসীম মাঠের দিকে হাঁটতে ত আমি কাতর দুঃখী গলায় ডাকতে রাজু রাজু। আমার সেই ডাক কেউ নি। বাড়ি তছনছ করছিল এত লোক, গুলি করছিল এত লোক, তারা কেউ য় দেখেনি। তাহলে হয়তো আমি বেঁচেই াম না। বাড়ির লোকজনের মতো ওরা য় হত্যা করতো। তারপর রাত এক সময় হয়েছে। ফুটে উঠেছে দিনের আলো। র কোনও কিছু খেয়াল নেই। রাজু রাজু ডাকতে ডাকতে আমার গলা ভেঙে ছে। আমি ডাকছি, আমি হাঁটছি। দিন গেছে, আমার একটুও খিদে পায়নি। র আর কারও কথা মনে হয়নি। সন্ধের মুখে আমি এসে দাঁড়িয়েছিলাম একটি র সামনে। সেই বাড়ির উঠোনে খেলছে টি ছেলে। প্রায় কাছাকাছি বয়সের ওই মুহূর্তের আগ থেকে জন্ম মুহূর্ত অব্দি আমি কে, আমি জানি না। ততক্ষণে সন্ধে হয়ে গেছে, আমি আঁকড়ে ধরে রেখেছি ছেলেটির হাত, সে গেছে কেমন স্তব্ধ হয়ে। আমি বারবার ডাকছি রাজু রাজু বলে, সে কোনও সাড়া দেয় না। অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি তখন সারাদিনের ক্লান্তি টের পাচ্ছিলাম, রাজুকে হারিয়ে ফেলার উৎকণ্ঠা টের পাচ্ছিলাম। আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। সেই দয়ালু মা-বাবা তারপর আমাকে কোলে করে ঘরে নিয়ে গেছেন। হাতে খাবার তুলে মা আমায় খাইয়ে দিয়েছেন। সেই ছেলেটি একেবারেই আমার বয়সী, আমি তাকে রাজু রাজু বলছিলাম, তার হাত সারাক্ষণ শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম, তার হাত ধরেই ঘুমিয়ে পড়েছি। সেই রাতে প্রচণ্ড জ্বর হলো আমার। একটানা তেরোদিন ছিল সেই জ্বর। ততদিনে বাড়ির মানুষগুলো আমায় নিয়ে দিশেহারা হয়ে গেছে। জ্বরের ঘোরে আমি কেবল রাজুকেই ডাকতাম, রাজুকেই খুঁজতাম। বাড়ির মেজ ছেলেটি দিনমান বসে থাকত আমার শিয়রে। সেই ছেলেটি আমাদের এখনকার রাজু।

যেন গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠল দিপু এমন গলায় বলল, তারপর?

স্বাধীনতা যুদ্ধ, কে কাকে খোঁজে। তবু আমার এখনকার মা-বাবা গোপনে গোপনে খোঁজ-খবর করেছিল আমি কে, কোথা থেকে কেমন করে এলাম। কোনও হদিস তারা করতে পারেননি। দেশ স্বাধীন হলো, আমি এই পরিবারটির মেয়ে হয়ে গেলাম।

নাম। আর আমি যাকে রাজু রাজু বলছিলাম ওর নাম ছিল খোকা।

খোকা নাম কোন্ ফাঁকে ঘুচে গেল ওর। ও হয়ে গেল রাজু। শুরু থেকে আমি ওর জন্য যতটা কাতর হয়েছিলাম আস্তেধীরে সেও আমার জন্য ততটাই কাতর হলো। আমরা দু'জন দু'জনকে ছাড়া আর কিছুই বুঝি না। দিন চলে গেল। পরে আমার এখনকার মা-বাবা অনুমান করেছেন রাজু হয়ত বা ছিল আমার ভাই। আমরা হয়ত বা যমজ ছিলাম। রাতেরবেলা আমাদের বাড়ি আক্রমণ করেছিল পাকিস্তানি মিলিটারিরা। আমাদের সবাইকে তারা হত্যা করেছে।

লীলা একটু থামল। তারপর বলল, এই পরিবারের মেয়ে হয়ে জীবনের এতটা পথ পেরিয়ে এসেছি আমি। আমার রাজু আছে আমার সঙ্গে। আমার বিয়ে হয়ে গেছে; কিন্তু আমাকে সে ছাড়েনি। আমার বাসায় থাকে। আমি হচ্ছি ওর হৃদয়ের টুকরো।

দিপু বলল, এই ফ্যামিলির অন্য দুটো ছেলে?

মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে ওরা দু'জন মারা যায়।

বল কী?

হ্যাঁ আমি তোমাকে চিঠিতে লিখেছিলাম।

তুমি তোমার মায়ের মৃত্যুর কথাও লিখেছ

তিনিও মারা গেছেন।

তোমার স্বামী তোমার সব কথা জানেন?

না। তাকে জানানোর প্রয়োজন হয়নি। আমি ছাড়া পৃথিবীর আর মাত্র দু'জন মানুষ আমার একথা জানে। রাজু আর বাবা। মা তো মারাই গেল, দু'ভাই তো মারাই গেল। আজ জানলে তুমি।

লীলাকে ঠেলে সরিয়ে দিল দিপু। বিছানায় উঠে বসল। হাতড়ে হাতড়ে বেড সুইচ খুঁজল, তারপর লাইট জ্বালাল।

লীলা একেবারে হকচকিয়ে গেল। কী হলো?

ঘরের উজ্জ্বল আলোয় দিপু তখন কীরকম চোখ করে তাকিয়ে আছে লীলার দিকে।

লীলা আবার বলল, কী হলো?

প্রার্থনার মতো দু'হাত তুলে লীলার মুখটা ধরল দিপু। গভীর মায়াবি গলায় বলল, দুঃখী মেয়ে, তুমি আমাকে এ কী শোনালে!

লীলা বলল, কিন্তু তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কী প্রচণ্ড ভালবাসায় বড় হয়েছি আমি। আমার এখনকার যিনি বাবা তার তুলনা তিনি নিজেই। আমার মা, ভুল করেও কোনদিন বুঝতে দেননি আমি তার নিজের মেয়ে নই। আর রাজু, ওর কথা আমি কেমন করে তোমাকে বলব! অফিসের কাজে মাঝে মাঝে বাইরে থাকে। আমার অনেক প্রিয় খাবার আছে, সেগুলো রাজুরও প্রিয়; কিন্তু আমাকে ছাড়া মরে গেলেও ওসব খাদ্যের একটি টুকরো কখনও মুখে দেবে না।

লীলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই আমার সত্যিকারের পরিচয়। এতকাল পর কেন তোমাকে বলতে ইচ্ছে করল জানি না। এরপর কি এরকম একটি সত্যিকারের পরিচয়হীন মেয়েকে তোমার মতো এত বিখ্যাত একজন মানুষ আর ভালবাসতে পারে!

তবে কত কি হারানোর কষ্ট বুকে নিয়ে বেঁচে আছি আমি, সেইসঙ্গে না হয় যোগ হবে আরেকটি কষ্ট। তোমাকে হারানোর কষ্ট। এও হয়ত আমি সহ্য করতে পারব।

দিপ দ'হাতে লীলাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। এমন